তারিখ ১০ NOV 2017
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

প্রথম আলো

জ্ঞানার্জনের সঙ্গে উন্নত চরিত্র

পোপ ফ্রান্সিসের সফর

ড. ফাদার হেমন্ত পিউস রোজারিও
অধ্যক্ষ, নটর ডেম কলেজ

সাম্প্রতিককালে আমাদের পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থায় সন্তানদের শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারে ইতিবাচক প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অর্থাৎ বলা যায় প্রায় প্রত্যেক অভিভাবক তাদের সন্তানদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার আগ্রহী হয়ে উঠছেন– বিগত কয়েক দশক আগেও যার সংখ্যা অর্ধেক ছিল। আর শিক্ষার প্রতি সমাজের প্রত্যেক মানুষকে আগ্রহী করে গড়ে তোলার দায়িত্ব সরকার আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করছে বলেই শিক্ষাক্ষেত্রে এই বিপ্লব ঘটানো সম্ভব হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমরা যে আমাদের সন্তানদের শিক্ষিত করে গড়ে তুলছি তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে কতটুকু সচেতন? শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের সন্তানদের মানুষ করতে চাই নাকি অর্থনৈতিক মুক্তির সুপ্ত বাসনা চরিতার্থ করতে চাই। সন্তানকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার পশ্চাতে যদি অর্থনৈতিক মুক্তির উদ্দেশ্যই প্রাধান্য লাভ করে, তাহলে আমি বলব আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি, নৈতিক অবক্ষয়সহ মানবিক মূল্যবোধের যে বিপর্যয়, তার প্রথম ও প্রধান কারণ নিহিত রয়েছে এই মানসিকতার মধ্যে। আসলে শিক্ষার গুরুত্ব আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি ঠিকই, কিন্তু শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের স্বচ্ছ ও সুপ্ত ধারণা নেই। কিংবা ধারণা থাকলেও সচেতনতার অভাবে বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হচ্ছি। যার কারণে শিক্ষার সুফল আমরা পরিপূর্ণভাবে লাভ করতে পারছি না। তাই শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক বিশ্লেষণ করা অতীব প্রয়োজন বলে মনে করছি।

কেবল জ্ঞানার্জনই নয়, এর পাশাপাশি চরিত্র গঠনও শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। শুধু জ্ঞানার্জন করলাম, শিক্ষিত হলাম কিন্তু চরিত্র সঠিকভাবে গঠিত হলো না, তাহলে শিক্ষার কোনো অর্থ থাকবে না। অর্থাৎ একজন শিক্ষার্থী জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি সংযত আচার-আচরণ, যুক্তিসঙ্গত চিন্তা ও বিচার-বিশ্লেষণ এবং নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশের মধ্য দিয়ে তার চরিত্র গঠন করবে। সব ধরনের কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে দেশপ্রেম, মানবপ্রেম ও স্বজাত্যবোধ চেতনায় সে উদ্বুদ্ধ হবে। এভাবে জ্ঞানার্জনের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক গুণাবলি তথা উন্নত চরিত্রে সংমিশ্রণের মধ্য দিয়েই একজন শিক্ষার্থী পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠবে।

কেবল জ্ঞানার্জনই নয়, এর পাশাপাশি চরিত্র গঠনও শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। শুধু জ্ঞানার্জন করলাম, শিক্ষিত হলাম কিন্তু চরিত্র সঠিকভাবে গঠিত হলো না, তাহলে শিক্ষার কোনো অর্থ থাকবে না। অর্থাৎ একজন শিক্ষার্থী জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি সংযত আচার-আচরণ, যুক্তিসঙ্গত চিন্তা ও বিচার-বিশ্লেষণ এবং নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশের মধ্য দিয়ে তার চরিত্র গঠন করবে। সব ধরনের কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে দেশপ্রেম, মানবপ্রেম ও স্বজাত্যবোধ চেতনায় সে উদ্বুদ্ধ হবে। এভাবে জ্ঞানার্জনের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক গুণাবলি তথা উন্নত চরিত্রে সংমিশ্রণের মধ্য দিয়েই একজন শিক্ষার্থী পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠবে

কিন্তু দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় অভিভাবক ও শিক্ষার্থীর একটা প্রধান প্রবণতা হলো কীভাবে একটি ভালো সার্টিফিকেট অর্জন করা যায়, কীভাবে ভালো রেজাল্ট করা যায়– সে বিষয়ে অতিমাত্রায় গুরুত্ব দেওয়া। ফলে শিক্ষার মূল যে লক্ষ্য অর্থাৎ জ্ঞানার্জনের মধ্য দিয়ে নৈতিক গুণাবলির বিকাশ, তা ব্যাহত হচ্ছে। ভালো রেজাল্ট বা ভালো সার্টিফিকেটের আশায় শিক্ষার্থীরা নকল কিংবা প্রশ্নপত্রের পেছনে ছোটার মধ্য দিয়ে যেমন তার নৈতিকতা মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটাচ্ছে, তেমনি অনেক অভিভাবক এমন অনৈতিক কাজে সমর্থন দিয়ে তাদের সন্তানদের মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটাতে সহায়তা করছে।

অন্যদিকে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও ব্যবসায়িক মনোভাব নিয়ে তাদের প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছে। সেখানে শিক্ষার্থীদের মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার পরিবর্তে অভিভাবকদের চাহিদার ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অর্থাৎ অভিভাবকরা যেহেতু তাদের ছেলেমেয়েদের রেজাল্টের ওপর বেশি গুরুত্ব দেন, তাই এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও শিক্ষাদানের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে ভালো ফল তৈরিতে সহায়তা করা। আমরাও সামাজিকভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান নির্ণয় করি কোন প্রতিষ্ঠানে কতজন এ-প্লাস পাচ্ছে, তার ওপর ভিত্তি করে। একবারও বিচার করে দেখি না কোন প্রতিষ্ঠান থেকে কতজন শিক্ষিত মানুষ তৈরি হচ্ছে।

তাই বলছি, শিক্ষার্থীদের পাঠদানের পাশাপাশি মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে ব্যবসায়িক মনোভাব পরিত্যাগ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হবে। অর্থাৎ তারা শিক্ষার্থীদের পাঠদানের পাশাপাশি কীভাবে তাদের মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাবে, তার একটা সুপ্ত রূপরেখা তৈরি করতে হবে। সে সম্পর্কে ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সুপ্ত ধারণা থাকতে হবে। এর ফলে অভিভাবকরা তাদের সন্তানকে কীভাবে গড়ে তুলতে চান, সে অনুযায়ী তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেছে নিতে পারবেন।

মানবিক গুণাবলি সংবলিত সুশিক্ষিত মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পাঠ্যবইয়ের অন্তর্ভুক্ত নৈতিক শিক্ষাগুলো যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে অনুধাবন করতে হবে। এ জন্য শুধু শিক্ষার্থী নয়, শিক্ষক-অভিভাবক সবাইকে জড়িত হতে হবে। সবাইকে একমত হতে হবে যে, পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করার জন্য কিংবা ভালো চাকরি পাওয়ার জন্য নয়, সন্তানদের শিক্ষিত করে গড়ে তুলব ভালো মানুষ হওয়ার জন্য। শিক্ষার্থীদেরও উপলব্ধি করতে হবে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি উন্নত চরিত্রের মানুষ হয়ে ওঠা। আর এটা যদি শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় করতে পারি, তাহলে আমরা একটা সুন্দর সমাজ গঠন করতে পারব।